দৈনিক খবর

তারিখ ... 10 SEP ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আইন হচ্ছে

সন্তানকে স্কুলে না পাঠালে অভিভাবকের সাজা হবে

।। শাহজাহান সরদার ।।

স্কুল বয়সী ছেলে-মেয়েদের স্কুলে না পাঠালে অভিভাবকদের সাজা প্রদানের বিধান রেখে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার আইন হচ্ছে। ১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্কুল বয়সী দেশে সকল ছেলে-মেয়েকে এই আইনের অধীনে স্কুলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিয়েছে। শিগগিরই এ আইনটি প্রস্তাব আকারে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব আকারে পাঠানো হবে।

মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদিত হলে আগামী ১৯৯১ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আইন কার্যকর হবে। প্রথম বছরে প্রথম শ্রেণী এবং পর্যায়ক্রমে ১৯৯৫ সালের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বয়সী দেশের সকল ছেলে-মেয়েদের স্কুলে আনা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, যেসব অভিভাবকরা তাদের স্কুল বয়সী ছেলেদের স্কুলে দিবে না তাদের জন্য সাজার ব্যবস্থা করা হবে। তবে এই সাজা কোন নিপীড়নমূলক সাজা হবে না। ছেলে-মেয়েদের বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে নিয়ে আসার মত মৃদু সাজা দেয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যে সাজার প্রস্তাব করা হয়েছে তা হল যেসব ছেলে-মেয়েকে তাদের পিতা-মাতা স্কুলে দিবে না তাদেরকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হবে। চিহ্নিত করার পর বাবা এবং মা যে কাউকে ১৫

৭-এর পাতায় দেখুন

সন্তানকে স্কুলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিন পর পর তাদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে স্কুলে এসে হাজিরা দিতে হবে। যদি এতেও কোন অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের স্কুলে না পাঠায় তবে তাদের রেশন এবং রিলিফ বন্ধ করে দেয়া হবে। এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে ব্যাংক থেকে তাদের ঋণসহ অন্যান্য সরকারী সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে না।

স্কুল বয়সী কোন্ ছেলে-মেয়ে স্কুলে এল কি এল না এবং কোন্ অভিভাবক ছেলে-মেয়ে পাঠাল কি পাঠাল না তা তদারকীর দায়িত্বে থাকবে পল্লী পরিষদ। সাজাও নির্ধারণ করবে পল্লী পরিষদ। এ ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ পল্লী পরিষদকে সহায়তা করবে।

কিন্তু এই আইন কার্যকর করতে যেয়ে বেশ কিছু সমস্যা হবে বলে এখন থেকেই আঁচ করা হচ্ছে। কেননা দেশের ২০ হাজার গ্রামে এখনও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। তদুপরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনই ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না। এই অবস্থায় কিভাবে সমস্ত স্কুল বয়সী ছেলে-মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা হবে জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন একটি সূত্রে জানানো হয়েছে, যেসব স্থানে স্কুল নেই সেসব স্থানের মক্তব, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ক্লাব, সংগঠন, কোন অফিস ঘর অথবা স্থানীয় কোন দানশীল ব্যক্তির বৈঠকখানাকে প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আর একই সাথে পরিকল্পিভাবে স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো হবে। নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য স্কুল ম্যাপিং-এর কাজ পাশাপাশি চলবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ড্রপআউট কমানোর জন্য সরকার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে বলেও জানা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ এলাকায় স্কুলগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত টিফিন দেয়া। অথবা রেশনের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদান। এ ব্যাপারে দাতা সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে ড্রপআউটের হার হচ্ছে শতকরা প্রায় ৪৮ জন। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শতকরা একশ' জন ছাত্রের মধ্যে ৫ম শ্রেণী অতিক্রম করে শতকরা মাত্র ৫২ জন। বাকী ৪৮ জনই মাঝ পথ থেকে বিদায়নেয়।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ড্রপআউট পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়েছে। তিনি জানান, ১৯৮৫ সালে স্কুল বয়সী মোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্কুলের খাতায় তালিকাভুক্তি ছিল শতকরা ৫৫ জন। ১৯৮৯ সালে হয়েছে শতকরা ৭০ জন। তিনি জানান যে, স্কুলে মেয়েদের তালিকাভুক্তির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। অর্থাৎ ১৯৮০ সালে যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল শতকরা ১৩ জন। এখন হয়েছে সেখানে শতকরা ৪৪ জন। মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানোই ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তিনি বর্ণনা করেন। তিনি জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে শতকরা ৬০ ভাগ করা হবে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য একটি শিক্ষক নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। এই নিয়োগ বিধিতে পুরুষদের বেলায় এসএসসি'র ও এইচএসসি'র যেকোন একটিতে দ্বিতীয় বিভাগসহ পিটিআই পাস হতে হবে। আর মহিলাদের বেলায় এসএসসি হলে পিটিআই লাগবে। আর এইচএসসি পাস হলে পিটিআই লাগবে না।